হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৩৩৯/২০০৬

সৈয়দ আবদুল মান্নান ময়না

---- আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

-------প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট দেওয়ান এম,এ, ওবায়েদ হোসেন

--- আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৯.০২.২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, রাজশাহী কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-১১৫/২০০৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৩.১১.২০০৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র রিভিশন।

অত্র রুলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী কর্তৃক এম, এন, জি, আর মামলা নং-১২৫৫/২০০১ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৭.০৬.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে **আসামী**-সৈয়দ আবদুল মান্নান (ময়না)-কে আরএমপিও ৭৭/১০১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে ৫ (পাঁচ) দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৫ (পাঁচ) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী সৈয়দ আবদুল মান্নান (ময়না) ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১১৫/২০০৪ দায়ের করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, রাজশাহী শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৩.১১.২০০৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আপীলটি নামঞ্জুর করেন। অতঃপর উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আপীলকারী অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট দেওয়ান এম,এ, ওবায়েদ হোসেন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণ এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজশাহী কর্তৃক এম, এন, জি, আর, মামলা নং-১২৫৫/-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ১৭.০৬.০৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *''বাদী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, গত ১৯.০৯.২০০১ তারিখ রাত্রি অনুমান দুই ঘটিকার সময় লক্ষীপুর বাজারে বাদী সংগীয় ফোর্স সহ টহল ডিউটি করাকালে দেখতে পান যে, এই মামলার আসামীদের সহাহয়তায় (১) মোছাঃ শরিফা (২) সীমা বেগম (৩) গোলাপী নাম্নী ০৩ (তিন) জন যুবতী মহিলা রজনীগন্ধা হোটেলের বারান্দায় দাড়িয়ে বেশ্যা বৃত্তির উদ্দেশ্যে মুখের ভাষা ও অঙ্গভঙ্গি করে নীরিহ জনগনকে আলিঙ্গন করছে। ইহা দেখে বাদী সংগীয় ফোর্স হোটেলে উপস্থিত হতেই ৩ নং কলামে বর্ণিত আসামীরা পালিয়ে যায়। তখন তিনি সংগীয় ফোর্স সহ উল্লিখিত তিনজন মহিলাকে আরএমপি রাজশাহী মহানগর পুলিশ আইনের ১০৪ ধারায় ধৃত করে সূত্রে উল্লিখিত ডাইরী মোতাবেক থানায় হাজির করেন ও পলাতক আসামীদের সহায়তা করার ঘটনা জিডিতে নোট করেন এবং ধৃত আসামীদের বিরুদ্ধে রাজপাড়া থানার প্রসিকিউশন নং ১৮৯ তাং ১৯.০৯.০১ দাখিল করেন। বিজ্ঞ সিএম,এম, আদালতে ধৃত আসামীরা দোষ স্বীকার করলে তাদেরকে সাজা দেন এবং বিজ্ঞ আদালত ২৩.০৯.০১ পি/আর এর ৩নং কালামে বর্ণিত আসামীদের বিরুদ্ধে রাজশাহী মহানগর পুলিশ আইনের ১০১ ধারার বিধান মতে পি/আর দাখিলের নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক এই মামলার বাদী আই/ও হিসাবে তদন্ত করেন। তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে এই মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে আরএমপিও ৭৭/১০১ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে পি/আর দাখিল করেন। এই মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে সমন দেয় হয়। আসামীগন আদালতে হাজির হন। একজন আসামীর বিরুদ্ধে ডব্লিউ/এ ইস্যু হলে তিনিও আদালতে হাজির হন। মামলাটি বিচার ফাইলে বদলী হলে আসামী হেলাল, রফিক দোষ স্বীকার করেন তাদেরকে জরিমানা দন্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে আসামী*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সৈয়দ আবদুল মান্নান ও রেজাউলের বিরুদ্ধে আরএমপিও ৭৭/১০১ ধারায় চার্জ গঠন করা হয়। আসামী রেজাউল দোষী স্বীকার করলে তাকে জরিমানা দন্ড প্রদান করা হয়। আসামী সৈয়দ আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে বিচার কার্যক্রম চলতে থাকে। আসামী গঠিত চার্জ আদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত রিভিশন মোকদ্দমা দায়ের করেন। রিভিশন মোকদ্দমার গঠিত চার্জ বহাল রাখা হয়। ২৭.০৬.২০০২ তারিখে মামলার বাদী পক্ষে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ২৩.০৭.২০০৩ তারিখে আমার আদালতে বাদী ও আই/ও হিসাবে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং আসামীকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। ০৫.০৪.০৪ তাং যুক্তিতর্ক হয় এবং রায়ের জন্য তাং ধার্য হয়। ***আসামী পক্ষের মামলার বক্তব্য*** *বাদী পক্ষের একজন সাক্ষীর জেরার জবাব ও আসামীকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা পর্যালোচনায় আসামী পক্ষের মামলা যতটুকু জানা যায় তাহলো আসামীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বর্ণিত হয়নি। নিছক হয়রানী করার উদ্দেশ্যে এই বানোয়াট ভিত্তিহীন মামলা রুজু করা হয়েছে।* ***মামালার বিচার্য বিষয়*** *(১) এই মামলায় আসামীর মালিকানাধীন হোটেল দঃ বিঃ ৭৭ ধারার অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল কিনা?* *(২) অপরাধ সংঘটনে আসামী সহায়তা করেছিলেন কিনা?* *(৩) বাদীপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিনা?* ***সাক্ষীগনের সাক্ষ্য আলোচনা ও পর্যালোচনা*** *এই মামলায় আসামীর অনুপস্থিতিতে ১ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং অপর সাক্ষীর সাক্ষ্য আসামীর উপস্থিতিতে গৃহীত হয়। পি, ডব্লিউ-১ জেকের মিয়া তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তার লক্ষীপুর মোড়ে হোটেল আছে। তারিখ মনে নাই রাত ১.০০ টার সময় পুলিশ তার কাছে যায়। পুলিশ তাকে রজনীগন্ধা বোর্ডিং এ নিয়ে যায়। সেখান থেকে কয়েকজন মহিলা বের করে। মহিলারা ঐ বর্ডিং এ খারাপ ব্যবসা করে বলে তিনি শুনেছেন। একটি কাগজে দারোগা সই নেয়। খদ্দের ধরা পড়েছিল। বর্ডিং এর মালিক ময়না ওরফে আবদুল মান্নান।* *পি, ডব্লিউ-২ মোঃ আমিনুল ইসলাম (৫০ বৎসর) তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ১৯.০৯.০১ দুইটার সময় সংগীয় ফোর্স সহ লক্ষীপুর বাজারে টহল ডিউটি করাকালে হোটেল রজনীগন্ধায় মোসাঃ শরীফা ও অন্য দুইজন যুবতী মহিলাকে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার দায়ে ধৃত করে আদালতে*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চালান দেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আরএমপিও ৭৭ ধারায় ১৮৯/২০০১ তাং ১৯-০৯.০১ পি/আর দাখিল করেন। উক্ত পি/আর পেয়ে বিজ্ঞ আদালত ইং ২৩.০৯.০১ তারিখের আদেশে উক্ত রজনীগন্ধা হোটেলের মালিক ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আরএমপিও ১০১ ধারায় পি/আর দাখিল করার নির্দেশে দেন। উক্ত আদেশের কপি পেয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে তিনি সরেজমিনে তদন্ত করেন। তদন্তকালে সংশ্লিষ্ট মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা করেন ও সাক্ষীগনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তদন্তে সাক্ষ্য প্রমানে সৈয়দ আবদুল মান্নান ওরফে ময়না সহ ৫ জনের বিরুদ্ধে আরএমপিও ৭৭/১০১ তাং ০৭.১০.০১ ধারা ৭৭/১০১ দাখিল করেন। পি, ডব্লিউ-২ জেরায় বলেন যে, তিনি বাদী ও আই/ও হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি আসামী পক্ষের সাজেশন সমূহ এই মর্মে অস্বীকার করেন যে, ঘটনার সময় তাং স্থান পি/আর উল্লেখ নেই ইহা সত্য নহে তিনি কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেননি। ইহা সত্য নহে। আসামী সৈয়দ আবদুল মান্নান অপরাধের সাথে জড়িত ছিল কোন সাক্ষী তাকে বলেন ইহা সত্য নহে। তিনি জেরায় বলেন যে, আসামী সৈয়দ আবদুল মান্নান হোটেল মালিক ও অপরাধ করেছে। ১৯-৯-২০০১ তাং অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার দায়ে কোন পুরুষ আসামীকে না পাওয়ায় গেফতার করেননি। উক্ত তারিখে তার সাক্ষ্যে বর্ণিত আসামীদেরকে তিনি হোটেল রজনীগন্ধা থেকে গ্রেফতার করেননি এই সাজেশন অস্বীকার করেন। আসামী ময়নাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম আসামীপক্ষের এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। ***পর্যালোচনা*** *মামলার নথি ও গৃহীত সাক্ষীর সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ১৯.০৯.২০০১ তারিখে রাত অনুমান ২.০০ ঘটিকায় হোটেল রজনীগন্ধা থেকে আসামী মোছাঃ শরিফা, সীমা বেগম, গোলাপী নাম্নী তিন জন মহিলাকে বেশ্যা বৃত্তির উদ্দেশ্যে মুখের ভাষা ও অঙ্গভঙ্গি করে নিরীহ জনগনকে আলিঙ্গন করা অবস্থায় গ্রেফতার করা হলে আদালতে তারা দোষ স্বীকার করে। সে মোতাবেক তাদের সাজা দেয়া হয়। পরবর্তীতে এই মামলায় উক্ত হোটেলের মালিক সৈয়দ আঃ মান্নান (ময়না) ও কর্মচারী যথাক্রমে হেলাল, রেজাউল, রফিক ও হেলাল (২) পি/আর দাখিল করা হয়। মান্নান ব্যতীত সকল আসামী দোষ স্বীকার করলে তাদের সাজা প্রদান করা হয়। সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, সৈয়দ মান্নান রজনীগন্ধা হোটেলের মালিক। তার এই হোটেল থেকে বেশ্যা বৃত্তির উদ্দেশ্যে অপরাধরত আসামীদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হোটেল মালিক এর সমর্থন ও অনুমতি ছাড়া কোন*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ক্রমেই এ ধরনের অপরাধ হোটেলে চলতে পারে না। ফলে সুস্পষ্টভাবেই প্রমানিত হয় যে, হোটেল মালিক সৈয়দ আব্দুল মান্নানের সহায়তাতেই তার হোটেলে আরএমপিও ৭৭ ধারার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। বাদীপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষী কর্তৃক আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আসামী সৈয়দ আবুদল মান্নান কে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং আদেশ হয় যে,

আদেশ

এই মামলায় আসামী সৈয়দ আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে আনিত আরএমপিও ৭৭/১০১ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো। বিধায় আসামীকে অত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারার বিধান মতে উক্ত আসামীকে আরএমপিও ৭৭/১০১ ধারার অপরাধের জন্য ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হলো। সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হোক। পাঁচ পৃষ্ঠার স্বহস্তে এই রায় লিখিত হলো। রায় মূল নথির সাথে সংযুক্ত করা হলো।

স্বা/-অস্পষ্ট
(মোঃ ইউছুফ আলী)
১৭.০৬.০৪
মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজশাহী।''

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, রাজশাহী কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১১৫/০৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ২৩.১১.০৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

''অত্র ফৌজদারী আপীল মামলাটি মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজশাহী কর্তৃক এম,এন,জি,আর ১২৫৫/০১ নং মামলায় বিগত ১৭.০৬.০৪ তারিখে প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আনিত হয়েছে।

মূল মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, এস,আই আমিনুল ইসলাম, রাজপাড়া থানা সংগীয় ফোর্স সহ গত ১৯.০৯.০১ ইং তারিখে রাত্রি অনুমান ০২.০০ ঘটিকায় লক্ষীপুর বাজার এলাকায় টহল ডিউটি করাকালে দেখিতে পান আসামী (১) সৈয়দ আঃ মান্নান (ময়না), (২) হেলাল, (৩) মোসাঃ রেজাউল, (৪) রফিক এবং (৫) হেলাল পিতা আঃ লতিফ এর সহযোগীতায় (১) মোছাঃ শরিফা (২) সীমা বেগম (৩) গোলাপী নাম্নী তিনজন যুবতী মহিলা রজনী গন্ধা হোটেলের বারান্দায় দাড়াইয়া বেশ্যা বৃত্তির উদ্দেশ্যে মুখের ভাষাতে ও অংগভঙ্গি করিয়া নিরীহ জনগনকে আলিংগন করিতেছে। উহা দেখিয়া বাদী সংগীয় ফোর্স

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সহ হোটেলে উপস্থিত ইহলে আসামীরা পালাইয়া যায়। তখন বাদী সংগীয় ফোর্সসহ তিনজন মহিলাকে আরএমপি ১০৪ ধারায় ধৃত করিয়া পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে রাজপাড়া থানায় প্রসিকিউশন নং ১৮৯, ইং ১১.০৯.০১ দাখিল করেন। বিজ্ঞ সিএম,এম, রাজশাহী গত ২৩.০৯.০১ তারিখে তিনজন মহিলাকে দোষী সাব্যস্তক্রমে সাজা প্রদান করেন। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে মামলাটি বিচারকালে আসামী হেলাল, রফিক, হেলাল পিতা আঃ লতিফ দোষ স্বীকার করায় তাহাদের দন্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে আসামী সৈয়দ এবং রেজাউলের বিরুদ্ধে আরএমপিও ৭৭/১০১ ধারায় চার্জ গঠন করা হয়। আসামী রেজাউল দোষ স্বীকার করিলে তাহাকে জরিমানা দন্ড প্রদান করা হয়। আসামী সৈয়দ আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে বিচার চলাকালে বাদী পক্ষে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহনান্তে আসামী কে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হইলে আসামী নির্দোষ বলিয়া দাবী করে, কোন সাফাই সাক্ষী দিবেনা এবং কোন কিছু বলিবেনা মর্মে জানায়। অতঃপর বিজ্ঞ নিম্ন আদালত গঠিত বিচার্য বিষয় এবং সাক্ষ্য প্রমানাদি আলোচনান্তে আসামী সৈয়দ আবদুল মান্নান (ময়না)কে আরএমপিও ৭৭/১০১ ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ০৫ (পাঁচ) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৫ (পাঁচ) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উক্ত দন্ডাদেশ দ্বারা সন্তোষ্ট হইতে না পারিয়া উহার অসম্মতিতে আপীলকারী-আসামী অত্র ফৌজদারী আপীল মামলাটি আনয়ন করেন। ***<u>বিচার্য বিষয়ঃ</u>*** *১। বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডাদেশ সঠিক ও ন্যায় সংগত হইয়াছে কিনা তাহাই একমাত্র বিচার্য্য বিষয়।* ***<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ</u>*** *১নং বিচার্য্য বিষয়ঃ আসামীর বিরুদ্ধে আনিত প্রসিকিউশন, নিম্ন আদালতের দাখিলী সাক্ষ্য প্রমানাদি এবং নথি পর্যালোচনা করা হইল। তৎস্বপক্ষের উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল।* *আসামীর বিরুদ্ধেঅভিযোগ এই যে, ১৯.০৯.২০০১ ইং তারিখে বাদী সংগীয় ফোর্সসহ টহল করাকালে লক্ষীপুর রজনীগন্ধা হোটেলের বারান্দায় তিনজন মহিলাকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় খদ্দের সহ হোটেলের মালিক ও কর্মচারীদের আটক করা হয়। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ জেকের আলী তাহার সাক্ষ্যে বলেন লক্ষীপুর মোড়ে তাহার জেকের হোটেল আছে। ঘটনার তারিখে রাত্রি ১টার পরে পুলিশ তাহার নিকট যায় এবং তাহাকে রজনীগন্ধা বোর্ডিংয়ে নিয়ে যায়। সেখান থেকে কয়েকজন মহিলাকে*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বের করে। মহিলাগুলো বোর্ডিংয়ে খারাপ কাজ করছিলো শুনেছেন। এবং একটি কাগজে দারোগা তাহার সহি নেয়। খদ্দের ঝরা পড়েছিল। বোর্ডিংয়ের মালিক ময়না ওরফে আবদুল মান্নান। *পি, ডব্লিউ-২ মোঃ আমিনুল ইসলাম তাহার সাক্ষ্যে বলেন ইং ১৯.০৯০১ তারিখে রাত ২টার সময় সংগীয় ফোর্স সহ লক্ষীপুর বাজারে টহল ডিউটি করাকালে হোটেল রজনীগন্ধায় মোসাঃ শরিফা ও অন্য দুইজন যুবতী মেয়েকে অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকায় মেয়েদের ধৃত করেন এবং কোর্টে কোর্টে চালান করেন। তাহাদের বিরুদ্ধে পি, ডব্লিউ-২ আরএমপিও এর ৭৭ ধারায় ১৮৯/০১ ইং ১৯.০৯.০১ তারিখে পি, আর দাখিল করেন এবং পি আর প্রাপ্ত হয়ে আদালতে ২৩.০৯.০১ তারিখে আদেশে রজনীগন্ধা হোটেলের মালিক ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আরএমপিও ১০১ ধারায় পি/আর দাখিলের নির্দেশ দিলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রাপ্ত হইয়া তদন্ত অন্তে সাক্ষ্য প্রমাণে আসামী আঃ মান্নান ওরফে ময়না সহ অন্যান্য ০৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তিনি তাহার জেরায় বলেন তিনি অত্র মামলার বাদী এবং তদন্তকারী অফিসার। আসামী আব্দুল মান্নান হোটেল এর মালিক এবং তিনি অপরাধে করিয়াছেন।* *প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমানাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় গত ইং ১৯.০৯.০১ তারিখ রাত্রি অনুমান ২ ঘটিকায় হোটেল রজনীগন্ধা থেকে আসামী সৈয়দ আঃ মান্নান সহ আসামী হেলাল, রবিউল, রেজাউল, হেলাল (২) এর বিরুদ্ধে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমানাদি দ্বারা প্রমাণিত হয়। আসামী রেজাউল, রফিকুল, হেলাল, হেলাল(২) ঘটনার বিষয়ে দোষ স্বীকার করিয়া তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং আসামী সৈয়দ আঃ মান্নানের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ এর পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষ্য প্রমানাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষ প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এমতাবস্থায়, আসামী সৈয়দ আঃ মান্নান আরএমপিও এর ৭৭/১০১ ধারায় শাস্তি পাইবেন। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত গত ইং ১৭.০৬.০৪ তারিখের (অপাঠ্য) ধারায় শাস্তি পাইবে। বিজন নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত গত ইং ১৭.০৬.০৪ তারিখের আদেশ বহাল রাখা হইল। আপীলকারী আসামীকে নিম্ন আদালতে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র রায়ের অনুলিপি সহ নিম্ন আদালতে নথি সত্তর প্রেরণ করা হউক।

আমার কথিতমতে লিখিত ও সংশোধিত।

স্বা/-জেব-উন-নেসা
অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত,
রাজশাহী।

স্বা/-জেব-উন-নেসা
২৩.১১.০৫
অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত,
রাজশাহী।''

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজ যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি খারিজ করা হলো।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, রাজশাহী কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১১৫/০৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৩.১১.০৫ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীদেরকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্ত আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।